ণ্ডি-বিরচিতে দশকুমার চরিতে

(অষ্টম-উচ্ছ্বাসঃ)

বিশ্রুত চরিতম্

সম্পাদনা ও অনুবাদ

অধ্যাপক উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ড. অনিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

সংস্কৃত বুক ডিপো

২৮/১, বিধান সরণী

কলকাতা-৭০০ ০০৬

Scanned with CamScanner

পক্ষের লোকদের কাছে তো হনই। রাজা যদি স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্রের প্রজাদের কাছে অবজ্ঞা ও অবহেলার পাত্র হন তাহলে প্রজামঙ্গল সাধনের শক্তি অপগত হয়। প্রজারা তাঁর আদেশ সর্বদাই অমান্য করতে থাকায় ও যথেচ্ছাচার করায় রাজ্যের শান্তি বিঘ্নিত হতে থাকে। শাসনের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হলে যে প্রজাশক্তি অনন্তশক্তির উৎস হিসাবে কাজ করে সেই শক্তি বিশৃঙ্খল হয়ে পড়লে নিজেদের বিনাশের কারণ হয়ে দেখা দেয় এবং রাজার ও ইহলোক ও পরলোকে বিনাশের কারণ হয়। অতএব প্রজাশক্তিকে সর্বপ্রযত্নে আয়ত্তে রাখা রাজার প্রাথমিক কর্তব্য এবং সেই কর্তব্য সাধনের পথে অর্থনীতি ও দণ্ডনীতি জ্ঞান অত্যন্ত সহায়ক।

লোকযাত্রা বিষয়ে দিব্যদৃষ্টি লাভ হয় শাস্ত্রজ্ঞানের সাহায্যে। শাস্ত্রজ্ঞানের প্রদীপ হৃদয়ে প্রজ্বলিত হলে অতীত, অনাগত ও ভবিষ্যৎ বিষয়ে চোখ খুলে যায়। যার কাছে লৌকিক নয়নের দৃষ্টি আছে অথচ শাস্ত্রদৃষ্টি নেই সে বাস্তবিক পক্ষে অন্ধই বটে। সমুদ্র মেখলা পৃথিবীকে শাসন করতে হলে বাহ্য বিদ্যাগুলির প্রতি আসক্তি ত্যাগ করে রাজনীতিরূপ কুলবিদ্যার প্রতি রাজার মনোনিবেশ করা উচিৎ বলে মনে করেছেন বৃদ্ধ মন্ত্রী। রাজনীতিতে সিদ্ধির জন্য শক্তিত্রয় যেমন আয়ত্ত করতে হবে তেমনি সাম দানানি বিষয়ে কুশল হতে হবে।

অনন্তবর্মা মন্ত্রীর উপদেশকে যথার্থ বলেই সম্মান জানিয়েছেন এবং সেই উপদেশ অনুসারেই কাজ করা উচিৎ বলে মন্তব্য করেছেন। অথচ পরবর্তী কালে বাল্যবন্ধু বিহারভদ্রের উপদেশে সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণ করতে থাকেন। তিনি সদুপদেষ্টা বৃদ্ধ মন্ত্রীকেও সেই কারণেই অবজ্ঞা প্রদর্শন করতে থাকেন ও অসম্মান করতে থাকেন।

২। বিহারভদ্র কে? তিনি কিভাবে অনন্তবর্মাকে উপদেশ দিয়ে শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচরণে প্রলুব্ধ করেন তা আলোচনা কর।

উত্তর ঃ বিহারভদ্র ছিলেন অনন্তবর্মার বাল্যসখা। অর্থশাস্ত্র বিষয়ে জ্ঞানহীন অনন্তবর্মা পিতৃসিংহাসনে সমারূঢ় হলে তাকে সুপথে পরিচালিত করার জন্য বৃদ্ধ মন্ত্রী বসুরক্ষিত যে সদুপদেশ দিয়েছিলেন তার বিরুদ্ধাচরণ করার জন্যই বিহারভদ্র রাজাকে উত্তেজিত করেন।

বিহারভদ্র বসুরক্ষিতকে ধূর্ত প্রতিপাদন করার জন্য বলেছে যে দৈব অনুগ্রহে যখন কেউ সৌভাগ্য অর্জন করে তখন বসুরক্ষিতের মত লোকেরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাদের কানের কাছে এসে নানা প্রকার প্রলোভন দেখিয়ে সুখী জীবনের নিন্দা করতে থাকে। এসব উপদেশের আসল উদ্দেশ্য হল রাজাকে সুখ

বঞ্চিত করে দুঃখময় জীবনের দিকে ঠেলে দেওয়া। এরা বোঝায় ইহলোকের থেকে পরলোক অধিক গুরুত্বপূর্ণ। অতএব মৃত্যুর পর সুখলাভের কথা শুনিয়ে তারা রাজাকে মস্তকমুণ্ডন করিয়ে, কুসংস্কার রজ্জু বা মেখলার বন্ধনে আবদ্ধ করে মৃগচর্মে আচ্ছাদিত করে বা নবনীত লেপন করিয়ে উপবাস করিয়ে যজ্ঞদীক্ষা দেয় এবং দক্ষিণা হিসাবে সুবর্ণাদি নানা দ্রব্য আত্মস্যাৎ করে। কিছু পাষণ্ড জগতের অনিত্যতার কথা বুঝিয়ে স্ত্রী-পুত্র বিসর্জনের উপদেশ দেয় এবং সঞ্চয়ের নানাপ্রকার দোষোদ্ভাবন করে থাকে। কেউবা অলৌকিক শক্তির উপরে জোর দিয়ে বলতে থাকে যে তারা সাধারণ মানুষকে রাজচক্রবর্তী তে পরিণত করতে পারে অথবা একপন কাড়িকে লক্ষপণ কাড়িতে পরিণত করতে পারে। তারা বলে লব্ধ রাজ্যকে দৃঢ় করার জন্য দণ্ডনীতি, ত্রয়ী, বার্তা প্রভৃতিতে অসাধারণ জ্ঞান লাভ করতে হবে এবং বিদ্যালাভের জন্য পার্থিবসুখ বঞ্চিত হতে হবে।

এনাদের উপদেশের দ্বারা জীবন পরিচালনা করলে জ্ঞানের পিছনে ছুটে লোকে বৃদ্ধে পরিণত হবে। কারণ একটি শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞান অর্জন করতে গেলে নানা শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করতে হয়, যা সময়সাপেক্ষ। শুধু তাই নয় এভাবে লব্ধ জ্ঞানের দ্বারা স্ত্রীপুত্রের উপরে বিশ্বাস হারিয়ে যায় এবং জীবনযাপনের জন্য কতটুকু তণ্ডুল আর কতটুকু জ্বালানি হলে চলবে তার পরিমাপ করতেই লোকে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

যে রাজা শাস্ত্রানুসারে জীবন যাপন করেন তাঁর জীবন সবদিক থেকেই দুর্বিসহ হয়ে ওঠে। সকালে ঘুম থেকে উঠে দুমুঠো অন্ন মুখে দিতে না দিতেই প্রথম প্রহরে আয়ব্যয়ের হিসাব গুনতে বসতে হয়। সেই সময়েই চতুর অধ্যক্ষেরা তাঁর চোখে ধুলি দিয়ে মিথ্যা যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দ্বিগুণ চুরি করে নেয়। কৌটিল্য ধনসম্পদ আহরণের চল্লিশটি উপায়ের কথা বলেছেন; অথচ এনারা বুদ্ধির দ্বারা হাজার উপায় উদ্ভাবন করে লোক ঠকায়। দ্বিতীয় প্রহরে রাজাকে কলহপরায়ন প্রজাদের নানা অভিযোগ শ্রবণ করতে হয়। ফলে কান ঝালাপালা হয়ে পড়ে। অনেক সময় ভিন্ন বিচারকের মাধ্যমে বিচার ব্যবস্থা পরিচালনা করলে তারা ইচ্ছামত জয়-পরাজয়ের বিধান দিয়ে নিজেদের অর্থলাভের পথ সুগম করে এবং রাজাকে নিন্দা ও পাপের ভাগী করে তোলেন। তৃতীয় প্রহরে শাস্ত্রানুসারে রাজার স্নানাহারের সময় হলেও খাদ্যে বিষক্রিয়ার ভয়ে তাঁকে ভীত থাকতে হয়। যতক্ষণ না খাদ্য পরিপাক হচ্ছে ততক্ষণ ভয়ের ব্যাপার থেকেই যায়। চতুর্থ প্রহরে রাজকোষের সমৃদ্ধির জন্য ধনীদের কাছে তাঁকে হাত পেতে বসে থাকতে হয়। পঞ্চম প্রহরেও তাঁকে যথেষ্ট মানসিক ক্লেশ অনুভব করতে হয়। মন্ত্রীরা শাসনসংক্রান্ত নানা বিষয় নিরপেক্ষভাবে উপস্থাপনার ভান দেখালেও তাদের নিজেদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া থাকে।

Scanned with CamScanner

গুপ্তচর, দূত প্রভৃতির বিবরণ দিতে গিয়ে এবং রাজার সামর্থ্য ও অসামর্থ্যের কথা বলতে গিয়ে তারা দেশকালের অবস্থাকে নিজেদের মত করে বর্ণনা করেন। এভাবে বন্ধু ও শত্রু উভয়ের কাছ থেকেই অর্থপ্রাপ্তির পথ সুগম করেন। রাজ্যের ভিতরে ও বাইরে বিদ্রোহীদের অপ্রত্যক্ষে ইন্ধন দিয়ে পরে তাকে প্রকাশ্যে প্রশমিত করার অভিনয়ের দ্বারা রাজাকে করায়ত্ত করতে থাকেন। ষষ্ঠ প্রহরে রাজা ইচ্ছামত বিহার করতে পারেন বটে কিন্তু সেই সময়কাল মাত্র দেড় ঘণ্টা। সপ্তম প্রহরে তাঁকে চতুরঙ্গ সেনাবাহিনী পর্য্যবেক্ষণ করতে হয় এবং অষ্টম প্রহরে সেনাপতিদের সঙ্গে নিজের শক্তি সম্পর্কে পর্য্যালোচনা করতে হয়। প্রতিটি ক্ষণে চিন্তার প্রভাবে ব্যস্ত থাকার ফলে তাঁর জীবন হয়ে পড়ে নিরানন্দময় ও সুখবর্জিত।

সন্ধ্যার প্রথম প্রহরে সন্ধ্যা আহ্নিকের পর গুপ্তচরদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হয়, শত্রুর প্রতি বিষপ্রয়োগ, অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি নিষ্ঠুর আদেশ দিতে হয়। রাত্রির দ্বিতীয়ভাগে আহারাদির পর নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের মত বেদপাঠ করতে হয়। তৃতীয়ভাগে রাজগৃহে তুর্যধ্বনি হবার পর তাঁর শয়নের কাল। চতুর্থ ও পঞ্চমভাগ সময় স্ত্রীসঙ্গ বর্জিত হয়ে শয়ন করলেও সারাদিনের নানা চিন্তা তাঁর মনে ভিড় করে আসে। এরূপ উদ্বিগ্ন চিত্তসম্পন্ন ব্যক্তি, নিদ্রাসুখ উপভোগের সময় ও পান না। ষষ্ঠপ্রহর থেকে আবার শুরু হয় শাস্ত্রচিন্তা ও কার্যচিন্তা। সপ্তম প্রহারে মন্ত্রণা, দূতপ্রেরণ ইত্যাদি বিষয়ে আবার রাজাকে চিন্তিত হয়ে পড়তে হয়। এই দূতেরা স্বরাষ্ট্র থেকে যেমন অর্থভোগ করেন তেমনি পররাষ্ট্র থেকেও অর্থপান। তাঁরা কারণে-অকারণে বিভিন্নদেশ পরিভ্রমণ করেন এবং সেই সঙ্গে নিঃশুল্ক বাণিজ্যও বাড়াতে থাকেন। পথে এরূপ বাণিজ্যের দ্বারা অর্থলাভ ঘটতে থাকে। অষ্টমপ্রহরে পুরোহিতদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময়। সেই সময় পুরোহিতেরা রাজাকে বোঝান—রাত্রে দুঃস্বপ্ন দেখেছি, গ্রহ কুপিত হয়েছে, এইসব লক্ষণ অত্যন্ত অশুভ বলে এক্ষুণি তার প্রতিবিধান করা দরকার। অতএব অচিরেই শান্তিস্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা করা হোক। হোমের জন্য পাত্রাদি সবই স্বর্ণময় হওয়া উচিৎ। ব্রহ্মার তুল্য যে সব ব্রাহ্মণেরা আছেন তাঁদের দ্বারা শান্তিস্বস্ত্যয়ন করালে তবেই মঙ্গল হবে। এনারা পবিত্র, বহুসন্তানের পালক, সর্বদা যাগযজ্ঞে নিরত এবং বীর্যবান। কেবলমাত্র এরূপ ব্রাহ্মণদের দান করলেই স্বর্গলাভ, আয়ুবৃদ্ধি ও অরিষ্ঠনাশ সম্ভব। এভাবে নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের ধনসম্পদ প্রাপ্তির ব্যবস্থা করে দিয়ে গোপনে তাঁদের দ্বারা এনারা লাভবান হন।

রাজা কর্মভারে জর্জরীতি হয়ে সুখহীন জীবন যাপন করার ফলে কষ্ট অনুভব করেন। নীতিজ্ঞ রাজার পক্ষে রাজচক্রবর্তী হওয়া তো দূরের কথা নিজের রাজ্যকে

রক্ষা করাই দুরূহ কাজ হিসাবে মনে হয়। যাঁকে তিনি দান করবেন, যাঁকে সম্মান প্রদর্শন করবেন বা প্রিয়বাক্য বলবেন তাঁদের সকলের উপরে সর্বদাই অবিশ্বাস ঘণীভূত হতে থাকে বলে সব কিছুতেই তিনি উদ্দেশ্য খুঁজতে থাকেন। অতএব অধিক নীতিজ্ঞান মানুষকে সন্দিগ্ধ ও সুখহীন করে তোলে বলে তা চর্চা করা অনর্থক। কেবলমাত্র লোকযাত্রার জন্য যতটুকু নীতিজ্ঞান প্রয়োজন ততটুকু থাকলেই যথেষ্ট, অনর্থক শাস্ত্রজ্ঞানের ভারে জর্জরিত হওয়া একান্তভাবেই অকাম্য। স্তন্যপায়ী শিশুও নানাভাবে জননীর স্তন্য পান করে সুখ পেতে চায়। অতএব দণ্ডনীতির যন্ত্রণা দূর করে বিশাল পৃথিবীর সুখসম্পদ যতটা সম্ভব উপভোগ করুন।

খল নীতিজ্ঞরা রাজাকে বিপথগামী করার জন্য উপদেশের জালে তাঁকে আবব্ধ করেন। তাঁরা বোঝান যে রাজার পক্ষে প্রথমগুণ হল ইন্দ্রিয়বিজয়। কাম, ক্রোধ প্রভৃতি অন্তরের রিপুকে পরাস্ত করে প্রয়োজনমত সাম, দান, ভেদ, দণ্ড প্রভৃতি নীতিকে শত্রু ও মিত্রের প্রতি সমভাবে প্রয়োগ করতে হবে। সন্ধি, বিগ্রহ, যান আসন প্রভৃতি প্রয়োগের চিন্তায় সর্বদা কাল অতিবাহিত করতে হবে। জীবনে সুখকে একেবারেই বজর্ন করতে হবে কারণ সুখার্থীর পক্ষে বিদ্যালাভ অসম্ভব।

যেসব মন্ত্রীরা রাজাকে দণ্ডনীতি বিষয়ে এইসব মিষ্টি মিষ্টি উপদেশ দেন তাঁরাই হলেন বকধার্মীক বা ভণ্ড। উপদেশের দ্বারা রাজার কাছ থেকে অর্থোপার্জন করে তার দ্বারাই তাঁরা গণিকালয়ে গিয়ে জীবনের সৌন্দর্য্য ও সম্ভোগসুখ উপলব্ধি করেন। শাস্ত্রে যে সব কঠোর মন্ত্রতন্ত্র রচনাকারী আছেন তাঁদের জীবনের কথা একবার পর্যালোচনা করলেই ব্যাপারটি স্পষ্ট হবে। শুক্র, আঙ্গিরস, বিশালাক্ষ, বহুদন্তিপুত্র, পরাশর প্রভৃতি ঋষিগণ কি নিজেদের জীবনে কামাদি ষড়্‌রিপুকে জয় করতে পেরেছিলেন? তাঁদের আচরিত কাজগুলি কি সবই শাস্ত্রানুরূপ হয়েছে? এত নীতিজ্ঞ হয়েও তাঁরা কার্যক্ষেত্রে কখনো সাফল্য লাভ করেছেন আবার কখনো বা পরাজয় পেয়েছেন। তাই জ্ঞান সর্বদাই বিজয়ী করে এরূপ সিদ্ধান্ত করা সম্ভবপর নয়। এখানে এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যাঁরা বহুশাস্ত্র অধ্যয়ন করা সত্ত্বেও মূর্খদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকেন। অতএব বিহারভদ্র অনন্তবর্মাকে জানিয়েছেন—হে প্রভু! আপনি শ্রেষ্ঠ বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন, আপনি সুদর্শন, নবীন বয়স সম্পন্ন ও অতুল সম্পদের অধিকারী। এই সমস্তই হল অবিশ্বাসের মূল ও ভোগসুখের ক্ষেত্রে অন্তরায় স্বরূপ। সংশয়ের জনক স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র বিষয়ক বৃথা চিন্তা পরিত্যাগ করে শাস্ত্রবর্জনপূর্বক সুখানন্দে নিমগ্ন হোন।

আপনার বিশাল সৈন্যবাহিনী যেমন আছে তেমনি ধনরত্ন ও স্বর্ণাদি ধাতুর দ্বারা সমৃদ্ধ রাজকোষ আছে। বিশাল শস্য ভাণ্ডারকে প্রজারা সহস্রযুগ ধরে ভোগ করলেও

Scanned with CamScanner

নিঃশেষ করতে পারবে না। তাই ক্ষণস্থায়ী জীবনে অন্য কথা না ভেবে উপভোগের দিকে নজর দিতে হবে। মুর্খরা কেবল আয় করতে গিয়ে জীবন শেষ করে ফেলে অথচ ভোগ করার আর সময় পায় না। অতএব ভক্তিমান কোন ব্যক্তির উপর রাজ্যশাসনভার সমর্পণ করে অঙ্গরাসংসর্গে জীবনের সুখ আপনি উপভোগ করুন।

এভাবেই বিহারভদ্র শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করে ভোগসর্বস্ব জীবনের দিকে রাজাকে পরিচালিত করতে চেয়েছিলেন।

৩। ইন্দ্রপালিত কে? তিনি কিভাবে বিদর্ভরাজ্যে উপস্থিত হয়ে বিহারভদ্রকে বশীভূত করলেন এবং কিরূপ যুক্তির দ্বারা বিহারভদ্রকে বিপথগামী করলেন?

উত্তর : বিহারভদ্রের উপদেশ অনুসারে পরিচালিত হয়ে অনন্তবর্মা কেবল কামচর্চাতেই লিপ্ত হলেন না বৃদ্ধমন্ত্রী বসুরক্ষিতকেও উপেক্ষা দেখাতে থাকলেন। এরই ফলশ্রুতি হিসাবে আত্মমর্যাদা রক্ষার্থে বসুরক্ষিত নীরব হয়ে গেলে বৈদেশীক শত্রুরা প্রবল হয়ে উঠল। অশ্মকরাজ চন্দ্রপালিতের পুত্র ইন্দ্রপালিত পিতার দ্বারা নির্বাসিত হয়েছেন এরূপ গুজব চারদিকে ছড়িয়ে দিয়ে গায়ক, নর্তক ও ছদ্মবেশী গুপ্তচরদের নিয়ে বিদর্ভরাজ্যে বিশেষ পরিকল্পনা সহ তিনি উপস্থিত হন। বিহারভদ্রকে নানাভাবে বশীভূত করে রাজসভায় আমোদ প্রমোদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল ছদ্মবেশী ইন্দ্রপালিত।

শাস্ত্রে মৃগয়ার নিন্দা থাকলেও সে রাজাকে বোঝাত যে মৃগয়ার মত উপকারক আর কিছুই নেই, এর দ্বারা একদিকে যেমন ব্যায়াম হয়, গতির দ্রুততা বৃদ্ধি পায় তেমনি সহজেই বহুপথ অতিক্রম করার মত শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতা বাড়ে। শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহ দৃঢ় হয় এবং ক্ষুধা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। অধিক মেদ ঝরে যায়। তাছাড়া ভীত ও তাড়িত হলে পশুদের মনোভাবে কিরূপ পরিবর্তন ঘটে এবং তাদের শরীরের ভাষা কিরূপ হয় তাও সহজে বোধগম্য হয়। হরিণ, বনমহিষ প্রভৃতির মত শষ্যহানিকারক পশুকে বধ করার ফলে শস্যোৎপাদন বৃদ্ধি পায় আবার ব্যাঘ্র জাতীয় হিংস্র পশুদের হত্যার ফলে পথঘাট নিরাপদ হয়। কাজেই মৃগয়ায় দোষের তুলনায় গুণাধিকাই পরিলক্ষিত হয়।

দ্যূতক্রীড়াকেও শাস্ত্রকারগণ নিন্দা করেন বটে কিন্তু তার সুফলও অপরিমিত। এরূপ ক্রীড়াশক্ত ব্যক্তিরা দ্রব্যসমূহকে তৃণের মত পরিত্যাগ করার মানসিকতা অর্জন করেন। তাঁরা বোঝেন যে জয় পরাজয় বা হর্ষ-বিষাদ প্রভৃতি মানসিকভাব অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। তাই সুখ-দুঃখে ইতরজন যেভাবে অভিভূত হয়ে পড়েন দ্যূতাশক্ত তা হন না। ক্রীড়ার সময় প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অন্তরে ক্রোধের সঙ্গে সঙ্গে তাকে

বিজয়ের বাসনাও প্রবলাকার ধারণ করায় পৌরুষ জাগ্রত হয়ে ওঠে। কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ করার মত একাগ্রতাও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং সাহস ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। বহু প্রকার পুরুষের সংস্পর্শে আসার ফলে মনেতে নানান অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হতে থাকে। দ্যূতে পরাজিত হয়ে সম্মান বাঁচান এবং শরীর রক্ষা করে পলায়ন করার শিক্ষাও লাভ করা যায়।

স্ত্রীসম্ভোগকে শাস্ত্রকারগণ কামজ বাসনের অন্তর্গত করলেও এবং নিন্দিতকর্ম হিসাবে বিবেচিত করলেও বারাঙ্গনা সম্ভোগের দ্বারা অর্থ ও ধর্ম উভয়ই বর্ধিত হয় বলে ইন্দ্রপালিত মনে করে। এরদ্বারা পৌরুষের অভিমান পূর্ণ হয়, মনোভাব বোঝার মত শক্তি বাড়ে এবং লোভ এসে কোন কাজে বাধা দিতে পারে না। এরূপ ভোগের দ্বারা সমস্তপ্রকার কলাবিদ্যাতেই নৈপুণ্য অর্জিত হয়। অপ্রাপ্ত নায়িকাকে লাভ করার প্রচেষ্টা, প্রাপ্তকে সর্বপ্রকারে সংরক্ষণ করা এবং সুরক্ষিতাকে উপযুক্তভাবে ভোগ করা এবং তার সন্তুষ্টি করণের দ্বারা বাক্যব্যবহারে ও বুদ্ধিতে পটুত্ব অর্জিত হয়েছে বলে প্রমাণিত হয়। প্রেমাস্পদ নায়ক তার নায়িকার মনোরঞ্জনের জন্য মার্জিত বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে ঘোরে বলে সর্বত্রই লোকদের কাছে বিশেষ সম্মানের পাত্ররূপে বিবেচিত হয়। বন্ধুরা, সুসজ্জিত ব্যক্তির প্রতি তাদের ভালোবাসা উজাড় করে দেয় এবং ভৃত্যপরিজনেরাও এরূপ ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। কাজেই ভাষণের মিষ্টত্ব, ব্যবহারের দাক্ষিণ্য বা বীর্যের আধিক্য সমস্তই দেয় নারীসম্ভোগের প্রচেষ্টা। এভাবে বহুস্ত্রীকে ভোগ করে তাদের গর্ভে সন্তান উৎপাদনের দ্বারা ইহলোকে যেমন বীরবংশ বলে খ্যাতি হয় তেমনি পরলোকেও এরূপ পুত্রাদির দ্বারা ধর্মকৃত্য সাধনের ফলে কল্যান লাভ ঘটে।

মদ্যপানকেও ইন্দ্রপালিত ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখেছে বলে দোষাবহ বলে মেনে নিতে পরে নি। মদ্যপানের দ্বারা স্বাস্থ্য সুন্দর হয়ে ওঠে বলে নানান রোগ দুরীভূত হয় এবং যৌবনও দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাকে। মদ্যপায়ীর মনে অধিক পরিমাণ অহঙ্কার বোধ জাগ্রত হবার ফলে বহু ক্ষুদ্র দুঃখ দুরীভূত হয়ে যায় এবং কামনাবোধ জাগ্রত হয়ে ওঠার কারণে নারী সম্ভোগের শক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। মদ্যপায়ী অনেক সময়েই উদার প্রকৃতির হয়ে থাকে বলে অপরের অপরাধ সহজেই মার্জনা করতে পারে। ফলে তার মনের অশান্ত ভাব অনেকটাই লঘু হয়ে থাকে। একথা ঠিক যে মদ্যপানকারী অনেক প্রলাপ ভাষণ করেন কিন্তু শঠতা বর্জিত হওয়ার জন্য অনেকেই তাকে বিশ্বাস করে থাকেন। এরূপব্যক্তি হিংসাশূন্য হবার কারণে আপন আনন্দে মশগুল হয়ে থাকে। তার ইন্দ্রিয়ানুভূতিও বৃদ্ধি পায়। মদ্যপের চরিত্রে অনেকসময়েই

Scanned with CamScanner

দানশীলতা গুণ আমরা লক্ষ্য করি। ফলে এই গুণের জন্য তার অনেক বন্ধু জোটে। এরূপ ব্যক্তির যুদ্ধক্ষেত্রেও অসাধারণ সাহস বজায় থাকে।

ভারতীয় দণ্ডনীতি শাস্ত্রে বাক্‌পারুষ্য, দণ্ডপারুষ্য, অর্থদূষণ দোষ হিসাবে স্বীকৃত হলেও যথোপযুক্তভাবে বিবেচনাপূর্বক প্রয়োগ করতে পারলে সেগুলিই আবার গুণ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে বলে দেখানো হয়েছে। ক্ষত্রিয়বংশজাত রজোগুণী রাজাদের জীবনচর্যার সঙ্গে সাত্ত্বিক মুনি-ঋষিদের জীবন চর্চার অনেক পার্থক্য। রাজারা যদি শাস্ত্রোক্ত দোষ বর্জিত হয়ে শান্তিপ্রিয় হয়ে পড়ে তাহলে শত্রুদমনে যথাযথভাবে সমর্থ হন না। তখন এরূপ রাজার পক্ষে রাজ্যচালনা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

এভাবেই চতুর ইন্দ্রপালিত মৃগয়া, দ্যূতক্রীক্ষা, মদ্যপান প্রভৃতি নিন্দিত কর্মকে ভোগী রাজার কাছে প্রশংসার্হ হিসাবে তুলে ধরেছে। এরূপ প্রশংসার জালে রাজাকে জড়িয়ে তাঁকে অন্যায় কর্মে যুক্ত করে রাষ্ট্রের সর্বনাশ সাধন করাই ছিল তার প্রকৃত উদ্দেশ্য।

৪। অশ্মকরাজ বসন্তভানু কিভাবে বিদর্ভ রাজ্যকে অধিকার করে নিয়েছিলেন সেই ইতিহাস ব্যক্ত কর।

উত্তর ঃ অপমানিত হয়ে বৃদ্ধ মন্ত্রী বসুরক্ষিত নীরব হয়ে গেলে এবং মহারাজ অনন্তবর্মা কামচর্চায় জীবন উৎসর্গ করলে অশ্মক দেশের রাজা বসন্তভানুর মন্ত্রী চন্দ্রপালিতের পুত্র ইন্দ্রপালিত পিতা কর্তৃক নির্বাসিত হয়েছেন এরূপ গুজব বাজারে রটনা করা হল। সেই সুযোগে নায়ক, নর্তক ও গুপ্তচরদের সঙ্গী করে ইন্দ্রপালিত ছদ্মবেশে বিদর্ভনগরে উপস্থিত হয়ে কৌশলের দ্বারা রাজসভায় নিজের স্থানটি পাকাপোক্ত করে নিল। সে সর্বদা রাজার মনোভাব বুঝে নিয়ে বাক্যবিন্যাস করত এবং রাজা যে বিষয়টি পছন্দ করতেন তারই অনুকূলে যুক্তিবিন্যাস করত। এরই ফলশ্রুতি হিসাবে ইন্দ্রপালিতের উপদেশকে বিদর্ভরাজ অনন্তবর্মা গুরু বাক্যের মতই মান্য করতে থাকলেন।

রাজা নিজেকে কামাচারের হাতে সমর্পণ করলে এবং উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়লে সেই অসংযমের হাওয়া ক্রমশঃ প্রজাগণের মধ্যে সংক্রামিত হল। তারা শাসনের ভয়কে প্রতিহত করে ক্রমশঃ পাপাচরণের পঙ্কে নিমজ্জিত হতে থাকল। রাজা-প্রজা সবাই সমান হয়ে ওঠার ফলে বিভাগীয় অধ্যক্ষদের অনুশাসন কেউ মানতে চাইল না। রাজ্যের আয়ের পথ সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল। রাজকর্মচারীগণ ও প্রজাসাধারণ পরস্ত্রীতে অনুরক্ত হয়ে ওঠার ফলে নানা দিক থেকে রাজ্যপরিচালনার ব্যয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হল। এরূপ দুশ্চরিত্র সামন্তরাজ ও পৌর প্রধানেরা রাজার কাছে বিশ্বস্ত হয়ে ওঠায় সকলেই সদাচার বর্জন করল। উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের স্ত্রীগণ ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হতে থাকলেন এবং অনুষ্ঠানের পর রাজাও এইসব স্ত্রীলোকের সঙ্গে স্বেচ্ছা বিহার করতে থাকলেন। সাধারণ কর্মচারীরা তখন ভয় পরিত্যাগ করে উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণের স্ত্রীবর্গের সঙ্গে স্বেচ্ছাবিহারে নিযুক্ত হল।

কুলস্ত্রীদের আচার আচরণের সঙ্গে তখন বারাঙ্গনাদের আচারের বিশেষ পার্থক্য ছিল না। তারা সংযম বর্জন করে স্বামীদের প্রতি অবহেলা দেখাতে থাকল উপপতিদের কথা অনুসারে চলতে থাকল। সর্বত্র কলহবিবাদ বৃদ্ধি পেল এবং মাৎস্যন্যায় অভিভূত হয়ে সবলেরা দুর্বলদের উপর অত্যাচার চালাতে লাগল। তস্করেরা ধনীব্যক্তিদের ধনসম্পদ অপহরণ করতে লাগল, কারো কোন অপমানের ভয় না থাকায় পাপাচরণে কেউ পিছপা হল না। ধননাশ, প্রিয়জনের মৃত্যু, বিনা কারণে বন্দী হয়ে থাকা প্রভৃতি সামাজিক অত্যচারে জর্জরিত হয়ে প্রজারা ক্রন্দন করতে থাকলেও তাদের মুক্তিদেবার জন্য অকর্মণ্য প্রশাসকরা এগিয়ে এলেন না। অযথা দণ্ডভোগের ফলে জনমানসে ভয় ও ক্ষোভের সঞ্চার হল। তেজস্বী ব্যক্তিরা যখন রাজার উপরে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন তখন শত্রুর দ্বারা চালিত ভেদনীতি সর্বত্র প্রসার লাভ করল।

বিক্ষুব্ধদের ধ্বংসের জন্য নানা অত্যাচারের পন্থা আবিষ্কার করল দুষ্টবর্গ। কখনো শিকারের প্রলোভন দেখিয়ে তাদের দুর্গম পার্বত্য উপত্যকায় উপস্থিত করিয়ে বাঁশ, ঘাস ইত্যাদির দ্বারা তাদের বহির্গমনের পথ রুদ্ধ করে দিয়ে পুড়িয়ে মারা হতে থাকল, কখনো বা বাঘ শিকারের উৎসাহ দিয়ে নিয়ে গিয়ে বাঘের মুখেই উৎসর্গ করা হতে থাকল। ক্ষুৎপিপাসায় কাতর শিকারীকে কূপের কাছে নিয়ে যাওয়ার ছলনায় দূরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হত, অথবা তৃণগুল্ম কূপের উপরে সাজিয়ে তার উপর দিয়ে নিয়ে যাবার ছলে কূপে নিক্ষেপ করা হত। কারো কাঁটা ফুটলে বিষাক্ত ছুরিকা দ্বারা সেই কণ্টক উৎপাটনের ছলে ক্ষত বিষাক্ত করিয়ে মৃত্যুমুখে ঠেলে দেওয়া হত। হরিণকে তীরবিদ্ধ করার জন্য ছুটিয়ে পরে দূর থেকে সেই শিকারীকেই তীর দ্বারা হত্যা করা হত। কোন সময় বাজি ধরে কোন উচ্চ পাহাড়ের চূড়ায় কাউকে আরোহণ করিয়ে সেখান থেকে নীচে ঠেলে ফেলার ব্যবস্থা হত। বনে অল্প সৈনিক দেখলে বনেচরের ছদ্মবেশে আক্রমণকারীরা সৈন্যবর্গকে হত্যা করত। পাশাখেলা, পাখীর লড়াই বা যাত্রা উৎসবে জোর করে ঢুকে পড়ে নাগরিকদের মধ্যে রেষারেষি সৃষ্টি করে যুদ্ধের বাতাবরণ ঘনীভূত করা হত। কোন গোপন উপায়ে রাজ্যে দুর্ঘটনা ঘটিয়ে সেজন্য নাগরিকদের দোষী সাব্যস্ত করে

Scanned with CamScanner

তাদের উপর জোর ফলান হত। কোন সময় বন্ধুত্বের ভাণ করে পরস্ত্রীদের জার সংগ্রহ করে দিয়ে পরে প্রকাশ্যে তাদের দোষী সাব্যস্ত করে জার বা স্বামী বা কখনো উভয়কেই হত্যা করা হতে থাকল। কখনো বা মায়াবিনীদের সাহায্য নিয়ে কোন ব্যক্তিকে ভুলিয়ে গোপন সঙ্কেতস্থানে উপস্থাপিত করা হত এবং আগে থেকেই সেখানে উপস্থিত আত্মগোপনকারীরা তার প্রাণনাশ ঘটাত। কোন সময় লোভীদের গুপ্তধন প্রাপ্তির বা গুপ্তমন্ত্রসিদ্ধির লোভ দেখিয়ে দূরে নিয়ে হত্যা করে মাটি চাপা দিয়ে প্রচার করা হত যে গুপ্তধনের জন্য গর্ত খুঁড়তে গিয়ে অথবা মন্ত্রলাভ করতে গিয়ে ঐ ব্যক্তির মৃত্যু ঘটেছে। কিছু লোককে মত্ত হস্তীতে আরোহণে বাধ্য করে তাদের বাঁচার কোন উপায় না রেখেই উত্তেজিত হস্তীকে নগরপালের উপর দিয়ে চালিয়ে দিয়ে তাকে হত্যা করা হত। যেসব ব্যক্তি নিজেদের মধ্যে সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে বিবাদে লিপ্ত হত সাম্রাজ্যের গুপ্তচরেরা তাদের গোপনে হত্যা করে পরস্পরের নামে হত্যার অপবাদ আরোপ করত। পৌরজনের মধ্যে যথেচ্ছচারী ব্যক্তিদের গোপনে বিনাশ করে এই হত্যার দায় শত্রুদের উপরে আরোপ করা হত।

বসন্তভানু বনবাসী রাজা ভাণুবর্মাকে উৎসাহিত করে অনন্তবর্মার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করালেন। ফলে অনন্তবর্মা সৈন্যপ্রস্তুত করে রাখলেন। তখন সামন্তরাজাদের মধ্যে বসন্তভানুই প্রথম মিত্রবেশে উপস্থিত হয়ে রাজার প্রিয় হয়ে উঠলেন।

এই সময়ে কুন্তলদেশের রাজা অবন্তিদেব নিজের দলের ক্ষ্মাতলোর্বশী নামে একজন নর্তকীর অপূর্ব নৃত্য দর্শন করালেন অনন্তবর্মাকে। চন্দ্রবর্মাও তার অত্যন্ত প্রশংসা করলেন। এসবের ফলশ্রুতি হল অনন্তবর্মা সেই নর্তকীর উপরে আকৃষ্ট হয়ে পানোন্মত্ত অবস্থায় তাকে উপভোগ করলেন। বসন্তভানু সেই সুযোগেরই সন্ধানে ছিলেন। তিনি কুন্তলাধিপতিকে উত্যক্ত করলেন রাজ্যের নারীকে ভোগকারীর উপযুক্ত শাস্তি বিধানের জন্য। তিনি কুন্তলরাজাকে বোঝালেন—আমার একশত এবং আপনার পাঁচশত হাতী আছে। আমরা দুজনে বুঝিয়ে সুরসেন, বীরসেন ঋচিকেশ্বর একবীর, কোঙ্কনাধিপতি কুমারগুপ্ত, নাসিক্যরাজ নাগপালকে দলে নিয়ে বনবাসীরাজ ভানুবর্মার সাথে যুগপৎ অনন্তবর্মাকে আক্রমণ করব। পিছন থেকে আঘাত করে সেই দুশ্চরিত্রকে হত্যা করার পর তার সমস্ত সম্পদই আমরা অধিকার করে নেব।

বসন্তভানু রাজাদের মূল্যবান উপহার পাঠিয়ে তাদের মন জয় করে যুদ্ধের স্বীকৃতি আদায় করলেন। তারপরের দিনই অনন্তবর্মা নীতিহীন ব্যক্তি এই অছিলায় ভানুবর্মা ও সামন্ত রাজাদের দ্বারা তিনি আক্রান্ত হলেন। বসন্তভানু প্রথমে

বলেছিলেন রাজারা নিজ নিজ বল অনুসারে অনন্তবর্মার রাজকোষ ভাগ করে নেবে। কিন্তু কৌশলে বিজয়ী রাজাদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করে তাদের সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ভানুবর্মাকে সামান্য ভাগ দিয়ে বাকি রাজ্য ও রাজকোষ দখল করলেন বসন্তভানু। এভাবেই অন্যায়ের পথে বিধ্বস্ত হলেন অনন্তবর্মা।

৫। বিশ্রুত কর্তৃক ভাস্করবর্মাকে রাজপদে অভিষিক্ত করার ইতিহাস লেখ।

উত্তর ঃ সুশ্রুত নীলজঙ্ঘের কাছ থেকে সমস্ত ঘটনা জানার পর ব্যাধের মুখ থেকে মঞ্জুবাদিনীর বিবাহের উদ্যোগের কথা শুনে একটি পরিকল্পনার জাল বিস্তার করল।

নীলজঙ্ঘের কানে কানে সে জানাল তার পরিকল্পনাটি। মিত্রবর্মা মেয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করে মাকে বুঝিয়ে ভাস্করবর্মাকে রাজ্য ফিরিয়ে এনে হত্যা করতে চাইছে। তাই মহাদেবী যেন মিত্রবর্মাকে বলেন—আপনাকে উপেক্ষা দেখাবার কারণেই আমার পুত্রের মৃত্যু হয়েছে। অতএব আজ থেকে আপনার আদেশেই চলব। অতঃপর বৎসনাভ নামক বিষে একটি মালা চুবিয়ে মিত্রবর্মার মুখে ও বুকে আঘাত করে বলবে—'যদি আমি পতিব্রতা হই তাহলে মালার আঘাত অসির মত হয়ে যেন ঘাতক হয়'। পরে মালাটি জলে ধুয়ে নিজের মেয়ের গলায় পরিয়ে দেবে। বিষের আঘাতে মিত্রবর্মার মৃত্যু হলে অথচ মেয়েটি অক্ষত থাকলে রাণীর সতীত্বের কথাই সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে।

তারপর পৌরজনকে ও মন্ত্রীবৃন্ধদের রাণী জানাবেন—দেবী বিন্ধ্যবাসিনী তাঁকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেছেন—আজ থেকে চতুর্থ দিনে প্রচণ্ডবর্মার মৃত্যু হবে এবং রেবা নদীর তীরের মন্দির থেকে ব্রাম্নণকুমারের সঙ্গে তাঁর পুত্র বেরিয়ে আসবে। সেই ব্রাম্নণ কুমারই রাজ্য প্রতিপালন করে তাঁর পুত্রকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করবেন। ঐ ব্রাম্নণকুমারই যে তাঁর কন্যা মঞ্জুবাদিনীকে বিবাহ করবেন সেকথাও দেবী জানিয়েছেন।

কিরাত সব মন্ত্রণা শুনে মাহিষ্মতী চলে গেল এবং সেই পরিকল্পনা অনুসারেই সবকিছু ঘটল। ফলে পতিব্রতার মাহাত্ম্য সর্বত্র প্রচারিত হওয়ায় ভবিষ্যৎ ঘটনাও যে তদনুরূপ হবে এতে জনমানসে কোন সন্দেহ রইল না।

যথাকালে পরিকল্পনানুসারে ভাস্করবর্মা ও বিশ্রুত সন্যাসীর ছদ্মবেশে রাজপ্রাসাদে এলে রাণীর বুক আনন্দে ভরে উঠল। তিনি সন্যাসীকে প্রণাম নিবেদন করে তাঁর কাছে জানতে চাইলেন যে তাঁর দেখা স্বপ্ন সফল হবে কি না। উত্তরে বিশ্রুত জানিয়েছিলেন—আজকেই এর ফল দেখতে পাবেন। রাণী স্বপ্ন সম্পর্কে তাঁর

Scanned with CamScanner

উদ্বিগ্নতার কারণ নির্দেশ করে বলেছেন—তাঁর মেয়ের সম্পর্কেও সেই স্বপ্নে কিছু নির্দেশ আছে বলেই তিনি স্বপ্নের ব্যাপারে আগ্রহী। অতঃপর তাঁকে দেখে অনুরাগে আপ্লুতা মঞ্জুবাদিনকে দিয়ে প্রণাম করালেন।

ভিক্ষা নেবার পর নীলজঙঘকে আদেশ দিলেন তাঁকে অনুসরণ করতে। পথে যেতে যেতে তার কাছে জানতে চাইলেন—চণ্ডবর্মা এখন কোথায়? রাজ্য তার অধীন হয়ে গেছে মনে করে নির্ভীকভাবে প্রচণ্ডবর্মা প্রাসাদে বসে স্তুতিপাঠকদের স্তবগান শুনছেন জেনে নীলজঙঘকে নিকটস্থ উদ্যানে অপেক্ষা করতে বলে প্রাচীরের পাশে অবস্থিত মন্দিরে ভাস্করবর্মাকে পাহারায় রেখে অভিনেতার সজ্জায় নিজেকে সাজিয়ে আত্মগোপন করে তিনি প্রচণ্ডবর্মার কাছে উপস্থিত হলেন। কলাবিদ্যার নৈপুণ্যের দ্বারা বিশ্রুত প্রচণ্ডবর্মাকে মোহিত করলেন।

বেলা শেষে সূর্য রক্তবর্ণ ধারণ করলে জনসমাজের উপযোগী নানা নৃত্য প্রদর্শন করে জনতাকে স্তম্ভিত করার পর নৃত্যলীলার মধ্যে সমবেত সভাসদ্দের ছুরিগুলি তিনি সংগ্রহ করে নিলেন। তারপর বিংশতিযোজন দূর থেকে বাজপাখীর মত প্রচণ্ডবর্মার বুক লক্ষ্য করে তা ছুঁড়ে মারলেন। তখন তিনি চিৎকার করে উঠলেন—'বসন্তভানু দীর্ঘজীবি হোন'। গুপ্তরক্ষী সুশ্রুতকে বিদ্ধ করার আগেই তিনি তাকে আক্রমণ করে অজ্ঞান করে দিয়ে দুই মানুষ উচ্চ পাঁচিল ডিঙিয়ে পালালেন।

উপবনে উপস্থিত হয়ে নীলজঙঘকে আদেশ দিলেন তার পায়ের ছাপ বালির উপর থেকে মুছে ফেলতে, কারণ তার দ্বারা লোকে গতিবিধি সম্পর্কে অবগত হতে পারে। পূর্বদিকে কিছুটা যাবার পর দক্ষিণে ইঁটের রাস্তায় ওঠার পর আর ভয় রইল না। তারপর মন্দিরে উপস্থিত হয়ে নটের সাজ ত্যাগ করে আবার সন্যাসী হয়ে গেলেন এবং কুমারকে নিয়ে শ্মশানে এলেন। আগেই বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দিরে দেবীমূর্তির তলদেশে সুড়ঙ্গ কাটা ছিল এবং একটা ভাঙা পাথর দিয়ে তার মুখটা আটকান ছিল। তার মধ্যে তারা প্রবেশ করলেন।

রাণী ও সহচরের সাহায্যে আগেই মন্দিরে এনে রাখা পট্টবস্ত্র ও রত্নভূষণ ধারণ করে মধ্যরাত্রেই তারা প্রস্তুত হয়ে রইলেন। পরদিন প্রভাতে পূর্বসঙ্কেত মত পৌরজন, অমাত্য সহ রাণী মন্দিরে এসে পূজার পর মন্দির চত্বর ফাকা করার আদেশ দিয়ে সঙ্কেত দামামা বাজিয়ে দিলেন। শব্দশুনে এটাই আত্মপ্রকাশের সময় বুঝে বিশ্রুতও রাজকুমার বেরিয়ে এলেন। তাঁদের দেখে দূরে অবস্থিত সকলেই রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল এবং প্রজারা বদ্ধাঞ্জালি হয়ে প্রণাম জানাল। তখন বিশ্রুত বললেন—দেবী বিন্ধ্যবাসিনী আদেশ করেছেন এই রাজপুত্রকে আমি ব্যাঘ্রীরূপে

হরণ করেছিলাম এখন ফিরিয়ে দিলাম। একে আমার পুত্ররূপে গ্রহণ করবে। বিশ্রুত আরো জানাল যে দেবী কুমারের ভগিনীকে তাঁর হতে সমর্পণ করারও আদেশ দিয়েছেন।

প্রজারা এসব শুনে আনন্দমুখর হয়ে উঠল এবং রাণীও মঞ্জুবাদিনীকে বিশ্রুতের হাতে সমর্পণ করলেন। তার মধ্যে দৈবীক্ষমতার পরিচয়ও অজ্ঞাত রইল না। শুভদিনে রাজকুমারের উপনয়নাদি সংস্কারের পর তাকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করা হল।

ব্যাখ্যালেখ

১। আগমদীপদৃষ্টেন খল্বধ্বনা সুখেন বর্ততে লোকযাত্রা। দিব্যং হি চক্ষুর্ভূত-ভবদ্ভবিষ্যৎসু ব্যবহিত বিপ্রকৃষ্টাদিষু চ বিষয়েষু শাস্ত্রং নামাপ্রতিহতবৃত্তিঃ।

উত্তর ঃ মহাকবি-দণ্ডি বিরচিতস্য দশকুমারচরিতাখ্যস্য কাব্যস্য বিশ্রুতচরিতম্ ইতি আখ্যানে উদ্বৃতাংশঃ পাঠকানাম্ নয়নানন্দং জনয়তি।

পুণ্যবর্মনঃ বৃদ্ধঃ মন্ত্রী বসুরক্ষিতঃ নবাভিষিক্তম্ নীতিশাস্ত্রজ্ঞানহীনম্ রাজানম্ প্রতি বাক্যমিদম্ বদতি।

আগামশাস্ত্র এব দীপঃ। তেন দীপেন যঃ সর্বং পশ্যতি; পরাক্রম মুখেন গচ্ছতি তস্য লোকযাত্রা সিধ্যতি। যতঃ শাস্ত্রং নাম অলৌকিকম্ চক্ষুঃ। শাস্ত্রজ্ঞানহীনঃ দীর্ঘচক্ষুযুক্তো হ্পি ন কিমপি পশ্যতি। তথা চোচ্যতে—'বেদেন পশ্যন্তি বিপ্রাঃ' ইতি। শাস্ত্রদৃষ্ট্যা বিপ্রকৃষ্টানি অনুপস্থিতানি অপি প্রত্যক্ষবৎ প্রতিভাতি। তথা ভবিষ্যৎ বর্তমানবত্ এব প্রতীয়তে। শাস্ত্রজ্ঞানহীনঃ সর্বদা অন্ধঃ এব। যথা লোচনবিহীনঃ কিমপি দ্রষ্টুং ন শক্নোতি তথা শাস্ত্রদৃষ্টিহীনঃ অন্ধোহ্পি কিমপি ন বিজানাতি। লোকযাত্রা শাস্ত্রপ্রভাবেন এব প্রচলতি। শাস্ত্রবর্জিতঃ হিতাহিতজ্ঞানরহিতঃ সন্ পঙ্কে নিমজ্জতি জনঃ। শাস্ত্রজ্ঞানম্ সর্বথা এবং আহরণীয়ম্। তথা চোক্তম্ নারদেন—

অনিযুক্তো নিযুক্তো বা শাস্ত্রজ্ঞো বক্তুমর্হতি।
দৈবীং বাচং স বদতি যঃ শাস্ত্রমুপজীবতি।।

রাজ্যপরিচালনার্থম্ যথা দণ্ডনীতিবিদ্যায়াম্, অর্থশাস্ত্রে, লোকযাত্রাবিষয়েচ জ্ঞানম্ অর্জনীয়ম্ তথৈব ত্রয়ীবিষযে হ্পি জ্ঞানম্ আবশ্যকম্। তথাচোপদিষ্টং মনুনা—'ত্রৈবিদ্যেভ্যঃ ত্রয়ীং বিদ্যাৎ' ইত্যাদি। অনন্তবর্মা নানা কলাশাস্ত্রে নিপুণোহ্পি দণ্ডনীত্যাদি বিষয়ে যথা নিপুনঃ স্যাত্ তদর্থম্ অয়ং প্রয়াসঃ মন্ত্রীমহোদয়ানাম্।

Scanned with CamScanner

২। তথা হ্যপাসবপ্রতিপাদ্যাত্মসংস্কারমর্থশাস্ত্রেষু অনগ্নিসংশোধিতেব হেমজাতির্নাতিভাতি। বুদ্ধিশূন্যো হি ভুভৃদত্যুচ্ছ্রিতোঽপি পরৈর্ধ্যাবুহ্যমান মাত্মানং ন চেতয়তে। ন চ শক্তঃ সাধ্যং সাধনং বা বিভজ্য বর্তিতুম্। অযথাবৃত্তশ্চ কর্মসু প্রতিহন্যমানঃ স্বৈঃ পরৈশ্চ পরিভূয়তে।

উত্তর ঃ মহাকবি দন্ডিবিরচিতস্য দশকুমারচরিতাখ্যস্য গদ্যকাব্যস্য বিশ্রুত চরিতে অয়ং সন্দর্ভঃ রসিকানাম্ নয়নপথম্ উপৈতি।

পুণ্যবর্মণঃ মন্ত্রীবৃদ্ধঃ বসুরক্ষিতঃ নবাভিষিক্তং অনন্তবর্মাণং বাক্যদ্বয়েন উপদিশতি।

বুদ্ধ্যা এবং আত্মসংস্কারো ভবতি। আত্মসংস্কারো নাম আত্মশুদ্ধিঃ। কলাশাস্ত্রজ্ঞানেন যদ্যপি আত্মসংস্কারো ভবতি তথাপি স এব সংস্কার রাজ্যশাসনে ন সহায়কঃ। অসংস্কৃতবুদ্ধিযুক্তেন জনেন কিমপি কর্তুং ন শক্যতে। অগ্নৌ অসংস্কৃতা হেমজাতিঃ অত্যন্তং ন শোভতে। সুবর্ণে স্থিতস্য অশুদ্ধস্য ধাতোঃ পরীক্ষা অগ্নিশুদ্ধিনা এব সম্ভাব্যতে। তথৈব বুদ্ধিশূন্যঃ অত্যুচ্ছ্রিতঃ অপি শত্রুভিঃ পরাভূয়তে। কার্য্যাকার্য্যবিষয়ে কর্তব্যবিভাজনং আত্মসংস্কারং বিনা ন সম্ভবতি। স্বপক্ষীয়াঃ পরপক্ষীয়াঃ বা ক্বচিৎ নৃপম্ অভিভবিতুম্ কৃতযত্নাঃ ভবন্তি। তত্র যথাযথ বুদ্ধিপ্রয়োগং বিনা যোগক্ষেমাদি সাধনম্ ন সম্ভাব্যতে। অপ্রাপ্তস্য প্রাপ্তিঃ যোগঃ প্রাপ্তস্য রক্ষণং ক্ষেমঃ। প্রাপ্তমর্যাদঃ জনঃ তৎসর্বম্ কর্তুম্ শক্নোতি। মানহীনস্য তৃণস্য চ সমাগতিঃ। রাজ্যশাসনার্থং অর্থশাস্ত্রাদি বিষয়ে জ্ঞানার্জনং প্রথমং কর্তব্যম্ ইতি বৃদ্ধস্য মন্ত্রিণঃ আশয়ঃ।

৩। জীবিতং হি নাম জন্মবতাং চতুঃপঞ্চাপ্যহনি। তত্রাপি ভোগযোগ্যমল্পাল্পং বয়ঃখন্ডম্। অপন্ডিতাঃ পুনরর্জয়ন্ত এব ধ্বংসন্তে। নার্জিতস্য বস্তুনো লবমপ্যাস্বদয়িতুমীহন্তে।

উত্তর ঃ মহাকবি দন্ডিবিরচিতস্য দশকুমারচরিতস্য বিশ্রুতচরিতনামকে আখ্যানে বিদ্যতে অয়ং সন্দর্ভঃ।

প্রধানমন্ত্রিণা বসুরক্ষিতেন উপদেশদানকালে অনন্তবর্মাণম্ উপদিদেশ— প্রজানাম্ মঙ্গলার্থমেব অর্থোপার্জনাদিকম্ কর্তব্যম্। কিন্তু নৃপস্য বাল্যসহচরঃ বিহারভদ্রঃ জীবনস্য অনিত্যত্বম্ অভিধায় ধনাদ্যর্জনস্য নিষ্ফলতাম্ অভিধত্তে।

রাজকোষাদি বর্ধনার্থম্ কার্যম্ কর্তব্যম্ ইত্যাদি দন্ডনীতি বিদ্যা ব্যর্থা এব। জন্মবতাম্ জীবনম্ পদ্মপত্রস্থজলমিব স্বল্পম্ চতুঃপঞ্চাপ্যহনি। আদৌ ধনার্জনার্থম্ জীবনব্যয়ম্ কৃত্বা অন্তে ভোগস্য কালঃ ন বর্ততে। তৃষ্ণৈকা তরুণায়তে। পৃথিব্যাম্

হিরণ্যং পশবস্ত্রিয়ঃ যানি সন্তি তানি সর্বানি একস্য পুরুষস্য তৃপ্তিসাধনায় নালম্। অতঃ রাজা বিশালং সৈন্যম্, সমৃদ্ধম্ কোষম্, প্রচুরম্ খাদ্যাদিকম্ সঞ্চয়ম্ কৃত্বাঅপি অতৃপ্তঃ এব বিরাজতে। অর্জিতানামপি বস্তুজাতানাম্ সর্বদা ভোগঃ ন ভবতি যতঃ সর্বাণ্যেব অনিত্যানি। অর্জিতম্ অপি কালবশাদেব বিধ্বস্তং ভবতি। অনিত্যস্য অর্জনার্থম্ প্রায়সঃ উন্মত্তপ্রয়াসবৎ ব্যর্থঃ এব। উপভোগেনৈব জীবনম্ সার্থকম্ ভবতি। অধুনা যঃ বহুশঃ জীবতি স এব বর্ষশতম্। বাল্যে বার্ধক্যে চ তস্যার্থম্ গচ্ছতি। যৌবনান্তে ভোগবাসনা হ্যপি ন রাজতে। অপন্ডিতঃ এব ধনোপার্জনার্থম্ কালম্ নয়তি। বৃদ্ধস্য রাজনীতিজ্ঞানোপদেশঃ ন ভোগায় ন মঙ্গলায় চ ভবতি। অতঃ ভোগে যত্নঃ কর্তব্যঃ ইতি বিহারভদ্রস্য আশায়ঃ।

৪। চিত্তজ্ঞানানুবর্তিনো হ্যর্থা অপি প্রিয়াঃ স্যু। দক্ষিণা অপি তদ্ভাববহিষ্কৃতা দ্বেষ্যা ভবেযুঃ।

উত্তর ঃ মহাকবি দন্ডিবিরচিতস্য দশকুমারচরিতস্য বিশ্রুতচরিত নামকে আখ্যানে অয়ং সন্দর্ভঃ রসিকানাং নয়নানন্দং জনয়তি।

বসুরক্ষিতস্য উপদেশেন অসন্তুষ্টঃ অনন্তবর্মণঃ বাল্যসহচরঃ বিহারভদ্রঃ রাজানম্ অন্যথা বোধয়ামাস। বিহারভদ্রস্য উপদেশেন রাজা মন্ত্রীবৃদ্ধম্ প্রতি আদরং ন প্রদর্শয়তি, স্নিগ্ধং ন পশ্যতি ন রহস্যানি বিবৃণোতি। এতৎ সর্বম্ সমীক্ষ্য আত্মনি চাণক্যমতম্ চিন্তয়তি অনেন বাক্যেন বসুরক্ষিতঃ।

নৃপস্য মতমনুসৃত্য এব রাজোপজীবিনঃ আচরণং কর্তব্যম্। যঃ খলু চিত্তানুরঞ্জকং মিথ্যাবাক্যম্ বদতি স এব নৃপস্য বিশ্বাসস্থানম্। প্রিয়বাক্যং মিষ্টং কিন্তু সর্বদা ন হিতকরম্। অতঃ রাজোপজীবিনঃ প্রিয়ভাষনেন নৃপস্য বঞ্চনা ন কার্য্যা। তদর্থমেব মন্ত্রী রাজানম্ সুখকরেন মৃষাবাক্যেন ন সন্তোষয়াতি। কিন্তু দুষ্টঃ রাজোপজীবি ধনসম্মানাদিলাভার্থম মৃষাবাক্যেন রাজানম্ পথভ্রষ্টম্ করোতি। তমেব আত্মসন্তোষবশাৎ উপঢৌকনাদিভিঃ সম্মানয়তি কুনৃপঃ। এতাদৃশম্ নৃপম্ প্রতি জ্ঞানগর্ভোপদেশং অনর্থায় ইতি মন্ত্রীবৃদ্ধস্য পরিবেদনকারণম্।

৫। দেব, দৈবানুগ্রহেণ যদি কশ্চিন্তাজনং ভবতি বিভূতেস্তমকস্মাদুচ্চাবচৈরু-পপ্রলোভনৈঃ কদর্থয়ন্তঃ স্বার্থং সাধয়ন্তি ধূর্তাঃ।

উত্তর ঃ মহাকবিদন্ডিবিরচিতস্য দশকুমারচরিতস্য বিশ্রুতচরিত নামকে আখ্যানে বিদ্যতে অয়ং সন্দর্ভঃ

বসুরক্ষিতেন অনন্তবর্মণি কথিতানি উপদেশবাক্যানি শ্রুত্বা তত্রোপবিষ্টঃ নৈপুন্যপন্ডিতঃ বিহারভদ্রঃ অনন্তবর্মাণম্ বশীভূতং কর্তুং এবমাহ।

Scanned with CamScanner

ইহ জগতি দৈবস্য ভাগ্যস্য আনুকুল্যাৎ জনঃ ঐশ্বর্য্যাদিকং লভতে। কিন্তু কেচিৎ ক্ষুদ্রমনস্কাঃ ধূর্তাঃ পরসৌভাগ্যম্ অসহমানাঃ সৌভাগ্যস্য বিকারম্ উল্লিখ্য বিবিধপ্রকারৈঃ নিন্দন্তঃ স্বকীয়ম্ প্রয়োজনম্ সাধয়ন্তি। অতঃ দৈববশাৎ প্রাপ্তানি সুখানি ত্যাজ্যানি এব ইতি তেষাং উপদেশবাক্যম্ অনুসৃত্য পরিত্যজ্যনি। অনায়াসেনতু প্রাপ্তস্য সুখস্য পরিত্যাগং নতু মহত্বস্য কারণম্ ইতি তেষাং ধূর্তানাম্ মতম্।

কপটবুদ্ধিঃ বিহারভদ্রঃ ভোগমেব জীবনস্য কারণম্ ইতি চিন্তয়তি। অতঃ জাগতিকভোগং প্রতি নৃপস্য চিত্তম্ সমাকর্ষনায় বসুরক্ষিতস্য মতম্ অযথার্থমিতি কৌশলেন প্রতিপাদয়তি।

৬। রাজ্যং নাম শক্তিত্রয়ায়ত্তম্। শক্তয়শ্চ মন্ত্রপ্রভাবোৎসাহাঃ পরস্পরানুগৃহীতাঃ কৃত্যেষু ক্রমন্তে। মন্ত্রেণ হি বিনিশ্চয়োহর্থানাম্। প্রভাবেন প্রারম্ভঃ উৎসাহেন নিবর্হণম্। অতঃ পঞ্চাঙ্গমন্ত্রমূলো দ্বিবৃপ্রভাব স্কন্ধশ্চতুর্গুণোৎসাহবিটপো দ্বিসপ্ততিপ্রকৃতিপত্রঃ ষড়্গুণকিশলয়ঃ শক্তিসিদ্ধি পুষ্পফলশ্চ নয়বনস্পতি র্নেতুরুপকরোতি। স চায়মনেকাধিকরণত্বাদসহায়েন দুরুপজীব্যঃ।

উত্তর ঃ মহাকবি দণ্ডিবিরচিতস্য দশকুমারচরিতস্য বিশ্রুতচরিতনামকে আখ্যানে বিদ্যতে অয়ং সন্দর্ভঃ।.

বিশ্রুতঃ ভাস্করবর্মণঃ সর্বশত্রূন্ নিহত্য তস্য নৃপত্বেন অভিষেকং সমাধায় স্বয়ং রাজ্যপরিচালনাকালে এতৎ সর্বম্ মনসা চিন্তয়ামাস।

রাজত্বম্ ঐশ্বর্যমণ্ডিতম্ ইত্যত্র নাস্তি সন্দেহাবসরঃ তথাপি তস্য সংরক্ষণম্ ন সুকরম্। মন্ত্রশক্তিপ্রভুশক্তি-উৎসাহশক্তীনাম্ আয়ত্তীভূতং রাজ্যং নিয়মানাম্ অনুসরণেন এব বর্ধতে। মন্ত্রশক্ত্যা বস্তূনাং নির্ণয়োভবতি, প্রভুশক্ত্যা প্রারম্ভো ভবতি, উৎসাহশক্ত্যা চ কার্যসিদ্ধিঃ সম্ভবতি। রাজনীতি বৃক্ষস্বরূপঃ এব। পঞ্চাঙ্গমন্ত্রাঃ রাজনীতিবৃক্ষস্য মূলস্বরূপম্। তে খলু কর্মণারম্ভোপায়ঃ পুরুষদ্রব্যসম্পদ্, দেশকালবিভাগঃ, বিপত্তিপ্রতিকারশ্চ। মূলস্য বিনাশাৎ যথা মহাবৃক্ষোহপি বিনষ্টো ভবতি তথৈব মন্ত্রবিনাশাৎ নৃপস্য বিনাশো জায়তে। তস্য বৃক্ষস্য দ্বে কাণ্ডে অর্থে সৈন্যে চ। চত্বারঃ উৎসাহ এব চত্বারি পল্লবানি। দ্বিসপ্ততি প্রকৃতয়ঃ এব পত্রাণি। দ্বিসপ্তপ্রকৃতীণাং স্বরূপম্ মানবধর্মশাস্ত্রাদিষু বর্ণিতম্ অস্তি। মধ্যমবিজিগীষু অরি উদাসীনাঃ প্রকৃতয়ঃ সংক্ষেপেণ মণ্ডলমূলম্। তেষাং পুনঃ উপবিভাগক্রমেণ দ্বিসপ্ততি প্রকৃতয়ো ভবন্তি। সন্ধি বিগ্রহ যানাসন দ্বৈধীভাব সংশ্রয়রূপা ষড়্গুণাঃ বৃক্ষস্য

পল্লবরূপাঃ কিসলয়ানি ইত্যর্থঃ। রাজনীতি বৃক্ষস্য পুষ্পংশক্তিঃ সিদ্ধিস্তুফলম্। রাজনীতি বিষয়ে সফলস্য পুরুষস্য এতৎ সর্বম্ জ্ঞাতব্যম্ ইত্যত্র নাস্তি সন্দেহাবসরঃ। অমাত্যাদি নৃপস্য সহায়কো ভবতি রাজকার্যসাধনার্থম্। তেষাম্ সাহায্যং বিনা একেন রাজ্যপালনম্ জীবনযাপনঞ্চ সুদুষ্করম্। সর্বদা নীতিপালনে নিযুক্তস্য মন্ত্রণে বদ্ধচিত্তস্য নৃপস্য জীবনে খলু ভোগাবকাশঃ সুখাবকাশশ্চ ন দৃশ্যতে। রাজ্যপরিচালনার্থম্ সর্বথা নীতিপালনে নিযুক্তস্য মন্ত্রণে বদ্ধচিত্তস্য জীবনে কুতঃ ভোগাবকাশঃ। অতঃএব রাজ্যপরিচালনম্ সর্বথা কষ্টকরম্ ইতি। চিন্তানিরতস্য কদাপি ভোগঃ ন সম্ভবতি তত্রৈব চিন্তাকার্যে চিত্তবশাৎ। বিশ্রুতবচনস্য অয়ম্ আশয়ঃ।

৭। অধিগতশাস্ত্রেণ চাদাবেব পুত্রদারমপি ন বিশ্বাস্যম্। আত্মকুক্ষেরপি কৃতে তণ্ডুলৈরিয়দ্ভিরিয়ানোদনঃ সংপদ্যতে। ইয়ত ওদনস্য পাকায়েতাবদিন্ধনং পার্যাপ্তমিতি মানোম্মানপূর্বকং দেয়ম্।

উত্তর ঃ মহাকবি দণ্ডিবিরচিতস্য দশকুমারচরিতস্য বিশ্রুতচরিতনামকে আখ্যানে সন্দর্ভো হয়ং রসিকানাম্ নয়নপদবীম্ প্রাপ্নোতি।

কলাদিশাস্ত্রে নিষ্ণতোহপি দণ্ডনীত্যাম্ অনভিজ্ঞস্য রাজপুত্রস্য জ্ঞানবৃদ্ধ্যর্থম্ প্রধানমন্ত্রিণা বসুরক্ষিতেন কথিতম্—'বিহায়বাহ্যবিদ্যামভিষঙ্গময় দণ্ডনীতিং কুলবিদ্যাম্' ইত্যাদি। তস্য মতস্য খণ্ডনার্থং অর্থশাস্ত্রজ্ঞানম্ নিন্দয়তি বিহারভদ্রঃ অনেন বাক্যেন।

অর্থশাস্ত্রঃ রাজনীতিবিষয়ে সীমাবদ্ধঃ ভবতি অতঃ বাস্তবসংসারম্ পুত্রদারাদিসম্পর্কম্ অপি ন গণয়তি। শাস্ত্রান্তরম্ অনধীত্য যস্তাবৎ অর্থশাস্ত্রমেব কেবলম্ জানাতি স সর্বদা অর্থচিন্তায়াম্ নিমগ্নত্বাৎ স্ত্রীপুত্রাদিষু আত্মজনেষু অপি ন বিশ্বসিতি। প্রতিপদমেব সূক্ষ্মং বিচার্য্য কালং যাপয়তি নৃপঃ। আত্মনঃ উদরপূরণার্থম্ ইষৎ পরিমিতম্ ওদনম্ অপেক্ষতে, তণ্ডুলস্য পাকার্থম্ ইয়ৎ পরিমিতম্ ইন্ধনম্ অপেক্ষতে অধিকং ন প্রয়োজনম্ ইত্যেবম্ চিন্তনেন জীবনম্ দুর্বিসহম্ ভবতি। জীবনে সঞ্চয়স্য প্রয়োজনম্ অস্তি কিন্তু প্রতিপদম্ কেবলম্ সঞ্চয়বুদ্ধিঃ ন যুক্তঃ। জগতঃ অনিত্যবাদিনঃ অপি বিপরীতক্রমেণ 'অর্থমনর্থম্ ভাবয় নিত্যম্ নাস্তি ততো সুখলেশঃ সত্যম্' ইত্যাদিকম্ চিন্তয়ন্তি। তদপি বর্জনীয়ম্ জীবনস্য আনন্দানুভবার্থম্। রাজসভায়াম্ সে খলু ধূর্তাঃ বসন্তি মিত্ররূপেন তেখলু শত্রবঃ এব। এতাদৃশানাং জনানাম্ জ্ঞানম্ ন গ্রাহ্যম্।

Scanned with CamScanner

৮। অবিশ্বাস্যতা হি জন্মভূমিরলক্ষ্যাঃ যাবতা চ নয়েন বিনা যাতি লোকযাত্রা স লোকত এব সিদ্ধঃ নাত্র শাস্ত্রেণার্থঃ। স্তনন্ধয়ো হ্যপি হি তৈস্তৈরুপায়ৈঃ স্তন্যপানং জনন্যা লিপ্সতে 'তদপাস্যাতিযন্ত্রণামনুভূয়ন্তাং যথেষ্টমিন্দ্রিয়সুখানি।

উত্তর ঃ মহাকবি দণ্ডিবিরচিতস্য দশকুমারচরিতস্য বিশ্রুতচরিত নামকে আখ্যানে সন্দর্ভো হ্যয়ং রসিকানাম্ নয়নপদবীম্ প্রাপ্নোতি।

কলাদিশাস্ত্রে নিষ্ণাতস্য অপি দণ্ডনীত্যাম্ অনভিজ্ঞস্য রাজপুত্রস্য জ্ঞানবৃদ্ধ্যর্থম্ প্রধানমন্ত্রিণা বসুরক্ষিতেন কথিতাম্—'বিহায়বাহ্যবিদ্যাস্বাভিষঙ্গমগময় দণ্ডনীতিং কুলবিদ্যাম্'। তস্য মতস্য খণ্ডনার্থং কেবলম্ অর্থশাস্ত্রজ্ঞানমেব নিন্দয়তি বিহারভদ্রঃ।

দণ্ডনীতিশাস্ত্রানুসারেণ যদি নৃপঃ কার্যভারাক্রান্তঃ এব জীবনং পরিচালয়তি তর্হি রাজচক্রবর্তীপাদপ্রাপ্তিঃ দূরমস্তু আত্মরাজ্য রক্ষণমপি ন সম্ভবতি। 'অসংশয়ম্ অনারুহ্য নরঃ ভদ্রাণি পশ্যতি সংশয়ম্ পুনরারুহ্য যদি জীবতি পশ্যতি' ইতি রাজনীতিশাস্ত্রবচনম্। অতঃ সর্বম্ প্রতি সর্বদা সন্দেহঃ কর্তব্যঃ। এষা চিত্তবৃত্তিঃ পরম্ প্রতি যথা অবিশ্বাসম্ জনয়তি তথৈব আত্মানম্ প্রতি অপি অবিশ্বাসম্ জনয়তি। 'দুর্লভো হি শুচির্নরঃ' ইতি অস্য মতস্য আশয়ঃ। অবিশ্বাসঃ অলক্ষ্যাঃ আবাসস্থলম্। লোকযাত্রার্থম্ যাদৃশম্ শাস্ত্রজ্ঞানম্ প্রয়োজনম্ তাবদেব জ্ঞাতব্যম্ গ্রহনীয়ঞ্চ। প্রতিদিনম্ প্রতিপদক্ষেপেষু শাস্ত্রস্য প্রয়োজনম্ নাস্তি, লোকযাত্রাদিকম্ পর্যালোচ্য তত্র কর্তব্যনির্ণয়ঃ সম্ভবঃ। ইন্দ্রিয়সুখম্ অননুভূয়ঃ কেবলম্ শাস্ত্রচর্চা ন সুখায় ভবতি। অর্থশাস্ত্রেহপি শ্রূয়তে—ধর্মার্থারোবধেন কামং সেবত ন নিঃসুখঃ স্যাৎ' ইতি। শাস্ত্রজ্ঞানবিহীনঃ স্তনন্ধঃ বালকোহপি বিভিন্নভাবেন জনন্যাঃ স্তন্যপানং বাঞ্ছতি ইতি চেৎ লোকস্থিতিঃ তর্হি অভিজ্ঞেন নৃপেনাপি নানা প্রকারেণ ইন্দ্রিয়সুখানুভবঃ করণীয়ঃ। সর্বদা রাজনীতিপর্যালোচনম্ নৃপস্য অসুখস্য এব করণম্ ভবতীতি বিহারভদ্র-বচনস্য আশয়ঃ।

৯। নন্বিদমুপপন্নং দেবস্য, যদুত সর্বলোকস্য বন্দ্যা জাতিরযাতযামং বয়ো দর্শনীয়ং বপুরপরিমাণা বিভূতিঃ। তৎসর্বং সর্বাবিশ্বাসহেতুনা সুখোপভোগপ্রতিবন্ধিনা বহুমার্গবিকল্পনাৎ সর্বকার্যেষ্বমুক্ত সংশয়েন তন্ত্রাবাপেনৈব মা কৃথা বৃথা।

উত্তর ঃ মহাকবি দণ্ডিবিরচিতস্য দশকুমারচরিতস্য বিশ্রুতচরিতনামকে আখ্যানে সন্দর্ভো হ্যয়ং রসিকানাম্ নয়নপথম্ উপৈতি।

বেদাদিশাস্ত্রে নিষ্ণাতস্য অপি দণ্ডনীত্যাম্ অনভিজ্ঞস্য রাজপুত্রস্য জ্ঞানবৃদ্ধ্যর্থম্ প্রধানমন্ত্রিণা বসুরক্ষিতেনোক্তম্—'বিহায় বাহ্য বিদ্যা স্বাভিষঙ্গামগময় দণ্ডনীতিং কুলবিদ্যাম্'। তস্য মতস্য খণ্ডনার্থং রাষ্ট্রচিন্তনস্য অসারতাম্ ভোগস্য চ মাহাত্ম্যম্ প্রতিপাদয়তি বিহারভদ্রঃ অনেন সন্দর্ভেন।

বিহারভদ্রঃ মন্ত্রীনাম্ উপদেশস্য অসারতাম্ প্রতিপাদয়তি। তেখলু ইন্দ্রিয়বিজয়বিষয়ে বদন্তি। শত্রুবিজয়ার্থম্ সামদানাদি চিন্তয়া নৃপস্য কালযাপনং কর্তব্যম্ ইত্যেবম্ উপদিশন্তি। অথচ নৃপস্য অর্থেনৈব গণিকালয়ে সুখম্ অনুভবন্তি। পারাশরাদীনাম্ ঋষিমুখ্যানাম্ উপদেশস্য অপি প্রামাণ্যম্ নাস্তি। তে হ্যপি সর্বদা সিদ্ধিং ন প্রাপ্নবন্তঃ। বহুশাস্ত্রাধ্যয়নকারীনঃ জনাঃ অপি প্রায়েন মূর্খস্য উপদেশেন পরিচালিতা ভবন্তীতি লোকে দৃশ্যতে। উপদেশদাতুঃ জ্ঞানবৃদ্ধস্য আচারে যথা প্রামাণ্যম্ নাস্তি তথৈব উপদেশে প্রাপ্তে অপি সর্বদা সাফল্যম্ নায়াতি। নবীনং বয়ঃ উচ্চবংশে জন্মঃ সুন্দরম্ দর্শনঞ্চ সৌভাগ্যবশাদেব প্রাপ্যতে। এতেষাম্ সমন্বয়েন সুখোৎপত্তিঃ ভবতি। স্বরাষ্ট্রবিষয়ে পররাষ্ট্রবিষয়ে চ বৃথা চিন্তয়া সুখভোগবিনাশঃ ন কর্তব্য। পরোপদেশেপণ্ডিতানাম্ বৃথাবাক্যেন যঃ খলু যৌবনোপভোগৎ বঞ্চিতঃ ভবতি তস্য বুদ্ধিবৈশদ্যম্ নাস্তীতি প্রতীয়তে। ইতি বিহারভদ্রবচনস্য আশয়ঃ।

Scanned with CamScanner